**জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩ উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, মঙ্গলবার, ১৮ আষাঢ় ১৪২০, ২ জুলাই ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

মৎস্যজীবী ভাই ও বোনেরা,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমাদের অন্যতম পরিচয় আমরা ‘মাছে-ভাতে বাঙালি'। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সামাজিক আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে দেশে প্রথম মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন শেষে তিনি জাতীয় সংসদ এলাকার লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করে এ আন্দোলনের শুভ সূচনা করেছিলেন।

জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে ‘রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও সমুদ্র উপকূলীয় জোন আইন' প্রণয়ন করেন। আজ গভীর সমুদ্রে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটারের বিশাল জলসীমায় বাংলাদেশের যে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতির পিতা তার গোড়াপত্তন করেন। এরফলে প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার মৎস্যজীবী-জেলে পরিবারের ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষের অবাধে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়েছে। আমরা এ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে আইডিবি ও মালয়েশিয়া সরকারের সহায়তায় গবেষণা ও জরিপ জাহাজ ক্রয়ের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেছি। এ জাহাজ সংগৃহীত হলে বর্ধিত সমুদ্রসীমাসহ সমগ্র উপকূলের মৎস্যসম্পদের মজুদ জানা সম্ভব হবে।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৩৪ শতাংশ পানি সম্পদ। জনসংখ্যার ১১ শতাংশের অধিক জীবন-জীবিকার জন্য মৎস্যসম্পদের উপর নির্ভরশীল। কৃষিজ আয়ের ২৩ শতাংশ আসে এ খাত থেকে। জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ৪ দশমিক ৩৯ শতাংশ। সর্বোপরি সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৬০ ভাগ জোগান দেয় মৎস্য খাত।

১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে মৎস্য খাতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করি। ফলে সে সময় ১২ লক্ষ মেট্রিক টন বাড়তি মাছ উৎপাদন হয়। মাথা পিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ ২৪ গ্রাম থেকে ৩৩ গ্রামে উন্নীত হয়। মৎস্য সেক্টরে এ বাড়তি মাছ উৎপাদনের স্বীকৃতিস্বরূপ সে সময়ে জাতিসংঘ আমাদের এডওয়ার্ড সাওমা (Edward Saouma) পদক প্রদান করে।

এবার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর ‘জাল যার জলা তার' নীতি অনুসরণ করেছি। সরকারের প্রথম বছরেই আমরা জাতীয় ‘জলমহাল নীতিমালা-২০০৯' প্রণয়ন করেছি। এর বাস্তবায়ন করেছি। প্রকৃত জেলেদের নিবন্ধন ও আইডি কার্ড প্রণয়নের কাজ দ্রুগতিতে এগিয়ে চলছে। জেলেদের মাছ ধরার নিরঙ্কুশ অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। মাছের বংশবিস্তার ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা পাচ্ছে।

‘মৎস্য হ্যাচারি আইন-২০১০' ও ‘মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন-২০১০' প্রণয়ন করেছি। দেশের প্রতিটি জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে ফরমালিনের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিজিটাল কিট বিতরণ করা হয়েছে।

এছাড়া মৎস্যসম্পদের টেকসই সংরক্ষণ, মৎস্যচাষের নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, পল্লী অঞ্চলের বেকার ও ভূমিহীনদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও প্রকৃত জেলেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গত সাড়ে চার বছরে আমরা ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি।

সুধিবৃন্দ,

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে দেশে মৎস্য প্রজনন ও উৎপাদন হুমকির মুখে পড়েছে। এ নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় আমরা নিজস্ব অর্থায়নে ২০২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। এছাড়া ঐতিহ্যবাহী হালদা নদী, সুন্দরবন ও হাওর-বাঁওড়ের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিবিড় কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। রুই জাতীয় মাছের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীকে মৎস্য অভয়াশ্রম ঘোষণা করেছি। সেখানে হ্যাচারি স্থাপন করা হয়েছে। এরফলে ২০১২ সালে রেকর্ড ১ হাজার ৫ শত ৬৯ কেজি রুই জাতীয় মাছের রেণু সংগৃহীত হয়েছে।

আমরা মা ইলিশ রক্ষা ও জাটকা নিধনরোধ কর্মসূচিতে রেকর্ড পরিমাণ বরাদ্দ প্রদান করছি। বিএনপি-জামাত জোট এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাত বছরে জেলেদের খাদ্য সহায়তায় বরাদ্দ ছিল মাত্র ৬ হাজার ৯০১ মেট্রিক টন খাদ্য। সেখানে গত সাড়ে চার বছরে আমরা বরাদ্দ দিয়েছি ৮৭ হাজার ৬৯ মেট্রিক টন খাদ্য। মাথাপিছু বরাদ্দ ১০ কেজি থেকে বাড়িয়ে ৩০ কেজি করা হয়েছে। খাদ্য সহায়তার মেয়াদ তিনমাস থেকে বাড়িয়ে চার মাস করা হয়েছে। ৫টি ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন এবং ২১টি উপজেলায় জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় জেলেদের মাঝে বিকল্প কর্মসংস্থানের বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। এরফলে ইলিশের উৎপাদন প্রায় ৫০ হাজার মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

চিংড়ি আমাদের রপ্তানীর অন্যতম খাত। বিএনপি-জামাত জোট আমলে তাদের জালিয়াতির জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নে চিংড়ি রপ্তানী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমরা এবার সরকারের দায়িত্বে এসে এ সমস্যার সমাধান করি। গুণগত মানের চিংড়ি রপ্তানি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানের মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি ও বাগেরহাটে একটি চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছি। মাছ ও চিংড়ির মাননিয়ন্ত্রণে কার্যক্রমে সন্ত্তুষ্ট হয়ে ২০১১ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন মৎস্যপণ্য রপ্তানিতে শতকরা ২০ ভাগ বাধ্যতামূলক পরীক্ষা করার বিধান প্রত্যাহার করে নেয়। বিএনপি-জামাত জোট আমলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছিল।

বিএনপি-জামাত জোট বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের মত প্রতিষ্ঠানকে লোকসানী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। এমনকি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন প্রদানও বন্ধ হয়ে যায়। আমরা বর্তমানে এটিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছি। বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ একাডেমিরও একই অবস্থা ছিল। আমরা গতানুগতিক ধারা পরিবর্তন করে এ একাডেমীতে মহিলা ক্যাডেট ভর্তি করছি। ক্যাডেটের সংখ্যাও বৃদ্ধি করেছি।

মৎস্য সেক্টরে প্রশিক্ষিত জনসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা চাঁদপুরে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। আশা করি এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে এর প্রথম ব্যাচ ‘ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ' ডিগ্রী অর্জনে সক্ষম হবে। এছাড়া গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং সিরাজগঞ্জে আরও তিনটি মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপনের কাজ অচিরেই শেষ হবে।

মৎস্য সেক্টরে আমাদের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের রপ্তানি গত সাড়ে চার বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২৬ দশমিক ৮৭ শতাংশ হয়েছে। আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৫ দশমিক ০৩ শতাংশ।

সুধিবৃন্দ,

শুধু মৎস্য সেক্টরই নয় আমরা দেশের কৃষি, পানিসম্পদ, যোগাযোগ, অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলাসহ প্রতি সেক্টরে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করেছি। দেশবাসী এ উন্নয়নের সুফল পাচ্ছেন। গ্রামীণ অর্থনীতি যে কোন সময়ের চেয়ে বেশী চাঙ্গা। মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। আমরা দেশে বিদেশে প্রশংসিত হচ্ছি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল।

আসুন, আমরা দেশের এ অগ্রগতিকে ধরে রাখি। দেশের সকল প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করি। মাছের প্রাকৃতিক উৎসগুলো রক্ষা করি। মাছ যাতে নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে বংশবিসত্মার করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখি। নদ-নদী, খাল-বিল ও হাওর-বাঁওড়ে যাতে পর্যাপ্ত জলস্রোত ও নাব্যতা থাকে সেজন্য আমরা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ নাব্যতা রক্ষার উদ্যোগ নিয়েছি। এরফলে কৃষি জমি উদ্ধার হবে। মাছ চাষের সুযোগ বাড়বে। বর্ষাকালের প্রজনন মৌসুমে কেউ যাতে পোনা ও ডিমওয়ালা মাছ ধরতে না পারে সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানাই।

সার, কীটনাশক, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট ও বাঁধ নির্মাণে আমাদের আরও সচেতন হতে হবে যাতে মাছের বংশবিস্তার, দৈহিক বৃদ্ধি ও চারণক্ষেত্র সংকুচিত না হয়। আমরা ইতোমধ্যে হাজারীবাগের ট্যানারী সাভারে স্থানান্তরের জন্য এর ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করেছি। ভয়াবহ দূষণ থেকে বুড়িগঙ্গাসহ ঢাকার আশে পাশের নদীগুলোকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নিয়েছি।

মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য সেক্টরের টেকসই উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ আজ যাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আসুন, মৎস্য সপ্তাহের এবারের স্লোগান ‘মাছে মাছে ভরবো দেশ, গড়বো সোনার বাংলাদেশ' স্বার্থক করে তুলি।

এ দেশটি আমাদের সকলের। আসুন, সকল ভেদাভেদ ভুলে দেশের উন্নয়নে আমরা একতাবদ্ধ হই। বাংলাদেশকে আমরা জাতির পিতার ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা মুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করি।

সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।